OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 109
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 877 - 885
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 877 - 885
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

নজরুলের অনুবাদে ওমর খৈয়ামের সমাজদর্শন : প্রসঙ্গ রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম

মোঃ তাজুল ইসলাম
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
বঙ্গবন্ধু রোড, টঙ্গাবাড়ি, আশুলিয়া
এবং
গবেষক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা
Email ID: tazul.islam@aub.ac.bd
0009-0000-7786-7743

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
equality, revolt, hypocrisy, colonization, Rubai, oppression, Satire, Gender Discrimination.

Abstract
Kazi Nazrul Islam (1899-1976) is the rebel poet in Bengali Literature. Omar Khayyam (1048-1123) is a famous Persian poet and astronomer, scientist, philosopher. Khayyam is the pioneer of four stanza poems which are known as Rubai. Rubaiyat-E-Omar Khayyam contains Mysticism, Sufism and satirical critique of religious dogma, social distance and hypocrisy, Nazrul just Recontextualized these themes. Kazi Nazrul Islam translated it into Bengali language directly from Persian language. As Nazrul was a rebel and societal equal poet so he contained and captured the original mood and mind of Omar Khayyam. Khayyam cancels hypocrisy and tries to discover the truth which lies at the bottom of the human mind (Baqui: 2000). Khayyam revolted against religious clerics, outwardly piety; inwardly greedy and Islamic extremist who have the desperate Islamic concept of revolution theory. Nazrul lived in a colonial Period so he saw and revolted against inequality, gender discrimination, religious dogma, Hindu-Muslim riot and vandalism. Khayyam had to endure oppression in his own society expressing his rebellion, Nazrul also had to face the foreign colonial power and found the inequality and oppression on the Collie, Laborer, worker and lower-class people. Once Nazrul started translating Rubai from Khayyam, he did not overcome his own pain, happiness, sorrow, values and love of his heart. This paper will present a comparative analysis of kazi Nazrul Islam's societal observations, using his Bengali translation and interpretation of Omar khayyam's Rubaiyat.

Discussion

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যের সাম্যবাদী, মানবতাবাদী ও বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত। ওমর খৈয়াম (১০৪৮-১১২৩) ফারসি সাহিত্যের কবি এবং তৎকালীন পারস্যের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ, বিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 109
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 877 - 885
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দার্শনিক। দুই কবির জীবনাচরণ ছিল দুটি ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন স্থানে। সময় ও অবস্থানগত ভিন্নতা থাকলেও উভয়ই তাদের লেখনীতে সমাজের প্রচলিত ভণ্ডামি, গোঁড়ামি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন সরব। নজরুল জন্মগ্রহণ করেছেন বর্তমান ভারতের বর্ধমান জেলার গ্রাম্য এলাকা চুরুলিয়া গ্রামে। ছোটবেলায় পিতা হারানো এতিম নজরুল প্রত্যক্ষ করেছেন জীবনের রূঢ় বাস্তবতা। শৈশবেই পারিবারিক অভাব ও দারিদ্রের কারণে খাবার হোটেলে কাজ, লেটো গানের দলে যোগদানসহ বাস্তুচ্যুত মানুষের মত চলার সাক্ষী হয়েছেন নজরুল। পড়াশোনার যাত্রাতে ব্যাঘাত ঘটেছে বহুবার, ছিটকে গেছেন শিক্ষার বড় কোন ডিগ্রি অর্জন থেকে। শেষাব্দি দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে অর্থাভাবে সৈনিক পদে যোগদান করে যুদ্ধেও গিয়েছেন। পরিবার ও প্রতিবেশগত দিকে নজরুল আর্থিকভাবে দুর্বল অবস্থানে থাকার জন্য জীবনের বড় অংশ পার করেছেন কুলি-মুজুর, খেটে খাওয়া মানুষ, বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের সাথে। প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্পেষণ। এমনকি তিনি নিজেও প্রতিবাদী লেখার কারণে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা শিকার হয়েছেন জেল-জুলুমের। ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসিলিম দাঙ্গা তাঁর মনে দাগ কেটেছে ভীষণভাবে। এভাবেই প্রত্যক্ষভাবে নজরুল হয়ে উঠেছেন নিপীড়িতের কণ্ঠস্বর। অন্যদিকে, ওমর খৈয়াম জন্মগ্রহণ করেছেন তৎকালীন পারস্যের নিশাপুর নামক স্থানে। বাল্যকাল থেকেই ওস্তাদ ও শায়েখদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেছেন নিবিড়ভাবে। শৈশব, কৈশর ও যুবা বয়সে ইরানের খোরাসান ও ইসফাহানের মত বিখ্যাত শহরে থেকেছেন এবং জ্ঞান অর্জন করেছেন। বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনে জ্ঞান লাভের পাশাপাশি তৎকালীন সেলজুক সম্রাজ্যের অন্যতম দার্শনিক, গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। খৈয়াম তৎকালীন মোল্লা শ্রেণির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। যারা অন্তরে কূটিলতা রেখে বাহিরে সাধু ও সভ্য হবার ভান করেছে তাদেরকে ব্যাঙ্গ করেছেন রুবাইয়াতের মাধ্যমে। ছোটবেলায় খৈয়ামও আরব উপনিবেশের অধীনে ছিলেন। সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে লেখা ও বলা এবং রাজনৈতিক কারণেও খৈয়ামকেও নিগৃহ বরণ করতে হয়েছিল। ওমর খৈয়াম রুবাই রচনা করেছেন প্রায় নয়শত বছর পূর্বে। সময়ের বেড়াজাল পেরিয়ে রুবাই এর ভাব এখনো প্রাসঙ্গিক। কাজী নজরুল ইসলাম খৈয়ামের সহস্রাধিক রুবাই থেকে প্রায় দুশ'র মত রুবাই বাংলা ভাষাতে অনুবাদ করেছেন। একজন মূল লেখক আরেকজন অনুবাদক। কিন্তু দুজনেরই বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের কারণে ভাবের অনুসঙ্গে নজরুল এবং খৈয়াম সমাজ দর্শনের প্রকাশে একীভূত হয়েছে। রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়ামের সমাজ দর্শন নিয়েই এই প্রবন্ধের আলোচনা।

চার লাইনের বিখ্যাত কবিতা *রুবাই* এর অন্যতম সার্থক স্রষ্টা ওমর খৈয়াম। 'রুবাই' শব্দটি আরবি 'রুবউন' থেকে এসেছে যার বহুবচন 'আরবা'। রুবাই এর বাংলা অর্থ চার। কবিতার বিখ্যাত এই আঙ্গিকের উৎপত্তিও হয়েছে ইরানে। কাসীদা, মসনবী, ক্বিতা, মহাকাব্যের মত নানাবিধ সাহিত্য আঙ্গিক ইরানে জনপ্রিয় থাকলেও রুবাই তার পঠন ও গঠনের জন্য অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্য আঙ্গিকে পরিণত হয়েছে। ইরানের মহাকবি ফেরদৌসী, রুমি, ফরিদ উদ্দীনের মত বিখ্যাত কবিরা মূলত রুবাই এর শুরু করেছিলেন। হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের রুবাই অন্যদের থেকে বেশি জনপ্রিয় ও বিখ্যাত। ওমর খৈয়াম জ্যোতির্বিদ ও বিজ্ঞানী হয়েও সাহিত্যের এই বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় আঙ্গিকের সৃজন করেছেন তাঁর অবসর সময়ে। রুবাইয়াতের ভাব প্রকাশ নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন—

> "ওমরের রুবাইয়াতের সবচেয়ে বড় জিনিস ওর প্রকাশের ভঙ্গি বা ঢং। ওমর আগাগোড়া মাতালের 'পোজ' নিয়ে তাঁর রুবাইয়াৎ লিখে গেছেন— মাতালের মতোই ভাষা, ভাব, ভঙ্গি, শ্লেষ, রসিকতা, হাসি, কান্না- সব। কত বিভিন্ন সময়ে তিনি এই কবিতাগুলি লিখেছেন, অথচ এর স্টাইল সম্মন্ধে কখনো এতটুকু চেতনা হারাননি। মনে হয় একদিনে বসে লেখা।"[১]

ছোট পরিসরে বিবৃত এই কবিতা পঠনে যেমন জনপ্রিয় তেমন অল্প কথায় মূলভাব তুলে ধরাতেও জনপ্রিয়। রুবাই এর দ্ব্যার্থবোধকতার জন্য এটি দিন দিন আরো বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে, পঠনের গভীরতায় ডুব দিলে আক্ষরিক অর্থের আড়ালে ভাবের গভীরতার স্বাদ আস্বাদন সম্ভব। ক্ষেত্রবিশেষ ভাবের গভীরতা কম থাকলেও সামাজিক অবস্থা তুলে ধরতে এবং সহজ ভাষায় মূল বিষয়কে প্রকাশ করতে রুবাই এর জুড়ি মেলা ভার। গঠনশৈলির নিপুণতায়ও রুবাই অন্য যে কোন কবিতার থেকেও ভিন্ন। ১ম, ২য় ও ৪র্থ স্তবকের শেষের শব্দে অন্ত্যমিল থাকে শুধু ৩য় স্তবকের শেষের শব্দ ভিন্ন হয়। রুবাইয়ের আঙ্গিক নিম্নে বর্ণীত-

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 109
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 877 - 885
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"ঘুমিয়ে কেন জীবন কাটাস? কইল ঋষি স্বপ্নে মোর,
আনন্দ-গুল প্রস্ফুটিত করতে পারে ঘুম কি তোর।
ঘুম মৃত্যুর জমজ ভ্রাতা তার সাথে ভাব করিসনে,
ঘুম দিতে ঢের পাবি সময় কবরে তোর জনম ভোর।"[২]

মোর, তোর, ভোর একই অন্ত্যমিলের শব্দ, ৩য় স্তবকের 'করিসনে' শব্দটা আলাদাভাবে আলাদা আঙ্গিকে গঠিত। ছোট্ট আঙ্গিকে গঠিক এইধরনের রুবাইতে ওমর খৈয়াম সমাজ, ধর্মীয় গোঁড়ামি, ভণ্ডামি, বৈষম্যের কথা তুলে ধরেছেন। উপরোক্ত রুবাইতে 'ঋষি' শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে সুফিবাদের ধারণা পাওয়া যায়। জীবন দর্শনের কথাও এখানে বর্ণীত আছে ভাবার্থগতভাবে। রুবাইয়ের গঠন সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন—

> "ওমরের রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী হলেও তার চারটি পদই ছুটেছে আরবি ঘোড়ার মতো দৃপ্ত তেজে সম-তালে, ভণ্ডামি, মিথ্যা বিশ্বাস, সংস্কার, বিধি-নিষিধের পথে ধূলি উড়িয়ে তাদের বুক চূর্ণ করে।"[৩]

দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত বিখ্যাত এই কবিতা পাঠকের কাছে অপ্রকাশিত ছিল।

> "খৈয়ামের মৃত্যুর প্রায় সাড়ে সাতশ বছর পর নিতান্ত আকস্মিকভাবে ১৮৫৯ সালে ইংরেজ কবি অনুবাদক এডওয়ার্ড ফিটসজেরাল্ড (১৮০৯-১৮৮৩), খৈয়ামের রুবাইয়াতের একটা পান্ডুলিপি থেকে ইংরেজি কাব্যাস্বাদিত অনুবাদ প্রকাশ করার পর সারা দুনিয়া জুড়ে একটা সাড়া পড়ে যায়।"[৪]

বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী রুবাই থেকে বাঙালি সাহিত্যপ্রেমিদের খুব বেশিদিন বঞ্চিত থাকতে হয়নি। ১৯১৯ সালে কান্তিচন্দ্র ঘোষ প্রথম খৈয়ামের রুবাই অনুবাদ করেন। বাঙালি রসিক সাহিত্যপ্রেমি রুবাইকে এত বেশিভাবে ধারন করেছেন যে ইতোমধ্যে শতাধিক বাঙালি কবি ও অনুবাদক ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তখনকার সময়ের অধিকাংশ কবি ফিটসজেরাল্ড এর ইংরেজি অনুবাদে উপর ভিত্তি করেই বাংলায় রুবাই অনুবাদ করেছিলেন। এক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। তিনিই একমাত্র কবি ও অনুবাদক যিনি সরাসরি খৈয়ামের ফারসি থেকে রুবাই অনুবাদ করেছেন। নজরুল নিজেই বলেছেন—

> "আমি ওমরের রুবাইয়াৎ বলে প্রচলিত প্রায় এক হাজার রুবাই থেকেই কিঞ্চিদধিক দুশো রুবাই বেছে নিয়েছি; এবং তা ফারসি ভাষার রুবাইয়াৎ থেকে।"[৫]

সুতরাং অন্য অনুবাদকরা যেখানে সরাসরি ফারসি শব্দকে বাদ দিয়ে বাংলা শব্দ ব্যবহার করেছেন তখন কাব্যের রসাস্বাদন কিছুটা কমেছে। কাজী নজরুল সেখানে ক্ষেত্র বিশেষ ফারসি শব্দকে হুবহু রেখেছেন এবং ওমরের ভাব, ভাষা ও স্টাইলকে বিকৃত করেননি। সেজন্য সাকি, তখত, গুল, ফজুল, শিরিন, বাগে, সুরত, খাজা শের এর মত নান্দনিক ফারসি শব্দ বাংলাতে প্রচলন করার ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য। ইংরেজ শাসনের পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের শাসনের সময়কাল পরে স্বাধীন বাংলায় ফারসি ও আরবি শব্দের ব্যবহার অনেকখানি কমে যায়। তারপরও কাজী নজরুল যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন ফারসি শব্দের বাংলাতে প্রচলনের সেইসুত্র ধরে বিদেশি ভাষার শব্দ আমদানিতে নজরুল কৃতিত্ব অতুলনীয়। ফারসি জ্ঞান ও ফারসি সাহিত্যের প্রতি আগ্রহই কাজী নজরুলকে রুবাই এর মত সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। রুবাইয়াত অনুবাদে ফারসি শব্দের ব্যবহার এবং ফারসি থেকে অনুবাদের মধ্যেই নজরুল সীমাবদ্ধ থাকেননি বরং খৈয়াম যেভাবে সমাজকে দেখেছেন ঠিক সেভাবে সমাজবীক্ষণে কাজী নজরুল ইসলামও মানুষের মনের ভুল বা মন্দ ধারণা অপমোদন করেছেন যা তার আন্তরিক মানসিকতা প্রসূত ভাবনার ফল—

"ওর মত লোক বুঝল কিনা উল্টো করে মোর হদিস!
কোথায় আমি বলেছি যে সবার তরেই মদ হারাম?
জ্ঞানীর তরে অমৃত এ বোকার তরে উহাই বিষ!"[৬]

এখানে সমাজে বসবাসরত দুইটি শ্রেণিকে নির্দেশ করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। একটি শ্রেণি জ্ঞানী, আর অপর শ্রেণি বোকা। উপরোক্ত রুবাইতে 'মদ' কে অমৃত বলা হয়েছে কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে মদ কখনোই অমৃত হবার মত না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মদকে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম যেমন 'মদ' হিসেবে পানীয়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 109
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 877 - 885
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মদকে বোঝাননি তেমন কাজী নজরুল ইসলামও 'মদ' বলতে পানীয় মদকে বোঝান নি। খৈয়াম নিজেই বিজ্ঞানী ছিলেন, তাই অবৈজ্ঞানিকভাবে মদকে অমৃত বলার মত ভুল তিনি করবেন না। উপরন্তু 'অমৃত' বলার ভিতরেই নিহিত আছে মদের আসল অর্থ। 'মদ' এখানে জ্ঞানের দরজা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, এটি অনন্তকালের পাথেয়। জ্ঞান অর্জনে কোন হালাল হারাম নেই। জ্ঞানীর জন্য জ্ঞান অমৃত। জ্ঞানের মাঝেই তারা জীবন খুঁজে পায়। এই জ্ঞান অর্জনের আলস্যই আসলে মুর্খ বা অজ্ঞানীদের জন্য বিষের মত। জ্ঞান আহরণে জ্ঞানী মানুষ যতটা সহজে তত্ত্বীয় বিষয় বুজতে পারে বোকারা তত সহজে বুঝতে পারেনা। জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া জ্ঞানের নেশায় মত্ত হওয়ার মর্ম সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরে। মুসলিম ধর্মীয় গ্রন্থ আল-কুরআনে বলা হয়েছে—

"শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তা অনুধাবন করতে পারে।"[৭] (কুরআন - ৩:৭)

সুফিবাদ সংক্রান্ত এই ভুল ধারণার জন্য ওমর খৈয়াম একদল বোকা লোকের দ্বারা আক্রমনের স্বীকার হয়েছিলেন। কাজী নজরুলের বিরুদ্ধেও উঠেছিল সেইরকম অপবাদ। ধর্মীয় কাজ, ধার্মিকতার আড়ালে চলা অবৈধ লেনদেন ব্যবসা আর কাজের প্রতি নজরুল বিদ্রোহ প্রকাশ করেছেন—

"চলবে নাকো মেকি টাকার কারবার আর মোল্লাজি!
মোদের আবাস সাফ করে নেয় শেয়ান-ঝাড়ুর কারসাজি।
বেরিয়ে ভাঁটিখানার থেকে বলল হেঁকে বৃদ্ধ পীর-
'অনন্ত ঘুম ঘুমাবি কাল, পান করে নে মদ আজি!'"[৮]

মেকি, কারবার, মোল্লা শব্দগুলো ফারসি থেকে নিয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাতে তাঁর অনুবাদের ভাব ও প্রকাশ কোনটাই কমেনি। উপরোক্ত শব্দের কারণে রুবাইয়াতে সামাজিক ভণ্ডামির যে চিত্র খৈয়াম তুলে ধরতে চেয়েছেন, নজরুলের অনুবাদে তা শব্দস্থিত রাখার জন্য ভাব প্রকাশে অনেক বেশি সহায়ক হয়েছে। 'মেকি টাকা' দিয়ে জীবন চালনায় যারা জড়িত তারা সমাজের জন্য কোন উপকার বয়ে আনেনা। 'মেকি' শব্দের অর্থ খারাপ, অদৃশ্য, অস্পষ্ট বা ঝাঁপসা। খারাপ টাকার উপার্জন সহজ ও আনন্দদায়ক কিন্তু এর স্থায়িত্ব কম। তৎকালীন মোল্লা শ্রেণির সমাজের প্রতিষ্ঠিত আর্থিক ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্টতা কম থাকায় দোয়া, মিলাদ, মাহফিল বা ধর্মজাত কার্যাবলীর মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে অভ্যস্ত ছিল। উক্ত অর্থে যাপিত জীবনের প্রক্রিয়ায় সামাজিক বিভিন্ন বিষয়কে হালাল-হারাম বলার যে সহজ একটা অপসংস্কৃতি সেটাকেই নজরুল অনুবাদের মাধ্যমে খৈয়ামের বিদ্রোহের চোখে দেখেছেন। উল্লেখিত রুবাইতে খৈয়াম একজন পীরের কথা বলেছেন যিনি না ঘুমিয়ে মদ খাওয়ার জন্য বলছে। আক্ষরিক অর্থের আড়ালে এখানে সময় নষ্ট না করে কাজে দেওয়ার মনোযোগ দেওয়ার কথা বুঝিয়েছেন খৈয়াম। এটাকে কেউ ভালভাবে নিয়েছে, কেউ আবার খারাপভাবে নিয়েছে। উক্ত রুবাইয়ে ভাব প্রকাশে নজরুলের সময়ে ধার্মিকতার আড়ালে থাকা ধর্মীয় মোল্লাদের চিত্র তুলে ধরেছেন। মোল্লারা পরাধীন দেশে থেকেও শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে নিজেদেরকে তুলে ধরেনি। প্রতিবাদ করেনি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে। নজরুল নিজে ঔপনিবেশিক সময়ে থেকেছেন এবং দেখেছেন এসকল অস্থির সময়ের নিষ্পেষণের চিত্র। নজরুলের ভাবে এটা ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে একটা জাগ্রত প্রয়াস মাত্র। যেখানে পীর হিসেবে একজন লিডার নির্দেশকের ভুমিকায় আছে। তথাকথিত মোল্লারা নিজেদের জীবনকে সুন্দর করার জন্য সামাজিক সমস্যাকে দূরীভূত না করে সুবিধা টিকিয়ে রাখতে ঔপনিবেশিক শক্তির কাছেই পদানত থেকেছে। গবেষক ওমর কাজীর বক্তব্য এ ব্যাপারে বলেছেন—

> "বাংলার মোল্লা, পুরোহিতগণ দীর্ঘদিন যাবৎ ব্রিটিশদের অধীনে পশুর মত জীবন-যাপন করলেও দেশমাতাকে মুক্ত করার জন্য দৃশ্যত কোন প্রচেষ্টা চালায় নি। বরং ধর্মের আবরণে নিজেদের দুর্বলতাকে ঢাকতে চেয়েছে। নজরুল এই সকল মোল্লা-পুরোহিতদের বিরুদ্ধে হানলেন প্রচণ্ড আঘাত।"[৯]

যিনি অন্ধ ও চক্ষুরোগী আর যিনি ভাল চোখের অধিকারী তাদের দুজনে দেখার পর্যবেক্ষণ একই রকম হবে না। এটাই সামাজিক সমস্যা, ভাল কাজকে যদি সমাজ ভালভাবে দেখে তাহলে সেটা সমাজের মঙ্গল। আর ভাল কাজকে সমাজ খারাপ চোখে দেখলে সেখানে কাজের কোন সমস্যা নেই বরং সমাজের দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্যা। রুবাইয়াতে আক্ষরিকভাবে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 109
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 877 - 885
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কাজী নজরুল ইসলাম ওমর খৈয়ামের সমাজদর্শনের চিত্র তুলে এনেছেন। এই দেখার চোখ শুধু বাহ্যিক না, বরং এটা আত্মিকও বটে। নজরুল রুবাইয়াতে অনুবাদ করেছেন—

"দৃষ্টি দোষে দেখছ বাঁকা আমার সোজা সরল পথ
আমায় ছেড়ে ভাল করো ঝাপসা তোমার চক্ষুকেই।"[১০]

সমাজের প্রাচীন জরাগ্রস্থ, চিরাচরিত প্রথাকে এখানে বিদ্ধ করেছেন খৈয়াম। শত বছরের ভ্রম ঐতিহ্যকেও মানুষ সঠিক হিসেবেই বিবেচনায় নিয়ে কার্যসিদ্ধি করে আসছে। তাই সমাজ পরিবর্তনের নতুন কোন উদ্যোগ নিলেই প্রাচীনের সাথে অর্বাচীনের একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই দ্বন্দ্বে অনেক ক্ষেত্রে জয়ী হয় অর্বাচীন নীতি বা পদ্ধতি আর পরাজিত হয় প্রাচীন পদ্ধতি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসের বনওয়ারী এবং করালীর মাঝে এরকম নবীন-প্রবীনের দ্বন্দ্বে করালীর নবীন উদ্যোগই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। এভাবেই শত বছরের বন্ধ অচলায়তনের জানালা ভেঙে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চক চরিত্র অন্ধবিশ্বাস ও জড়বুদ্ধিকে বিদ্রুপ করে মুক্তবুদ্ধির দ্বার খুলে দেয়। একই ধারায় *ডাকঘর* নাটকের অমল নতুন প্রকৃতির অবারিত উপকরণ নিজের করে নেয়। নতুন এই পথচলাতে যে সুখ ও উপকার আছে তার থেকে বেশি আছে কণ্টকিত এই পথের বিদ্রুপ, মানসিক, শারিরীক যন্ত্রণা, রাষ্ট্র পক্ষের হুমকি ও ভীতি, প্রাচীনপন্থীদের অসহযোগিতা, বদদোয়া ও অভিশাপ। এই পদ্ধতিটাই সভ্যতার বিকাশের জন্য ক্ষতিকর। নজরুল খৈয়ামের চোখে সমাজের এই দ্বন্দ্বটাই ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি নতুন আবিষ্কারের সমালোচকদের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন।

আমাদের সমাজের প্রচলিত সমালোচকদের সমালোচনা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। শরাব বা মদ তৈরি হয় আঙুর ফল থেকে। ফল সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। আল্লাহর সৃষ্টি মাত্রই সুন্দর। গাছ, ফুল, লতার মাঝে যেমন সৌন্দর্য আছে তেমনি প্রাণিকূলের মাঝেও সৌন্দর্য আছে। কোন সৃষ্টিকে অবহেলা ও অবজ্ঞার চোখে দেখা মূলত স্রষ্টাকেই অবজ্ঞার চোখে দেখা। প্রতিটা সৃষ্টির মাঝেও কল্যাণ আছে। একই বিষয়কে আবার অকল্যাণকর কাজেও ব্যবহারের সুযোগ আছে। আঙুর দিয়ে জুস তৈরি হয় যা আমাদের শরীরের জন্য ভীষণ উপকারি। আবার এই আঙুর দিয়ে 'মদ' নামক মাদকও তৈরি করে সমাজকে কলুষিত করারও সুযোগ আছে। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সবকিছুকে ব্যবহার করে তার প্রয়োজনমত। কেউ হয়ত ভাল কাজে কেউ হয়ত খারাপ কাজে। যে ব্যক্তি আঙুরের জুস খায় সে যদি আঙুর দিয়ে মদ তৈরির কারণে আঙুরকেই অনাসৃষ্টি বলে পরিত্যাগ করে তাহলে এটি নিতান্তই মুর্খতা। রুবাইয়াতে শরাব, আঙুর, দ্রাক্ষারস এধরনের নানবিধ বিষয় এসেছে যেগুলো সবগুলোই আক্ষরিক না। ভাবার্থগত দিক থেকে এগুলো জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু আল্লাহর তৈরি এ ফলের ফলের রস নিয়ে সমালোচকদের সংকীর্ণ বুদ্ধি ও চিন্তাকে ব্যাঙ্গ করে বলেছেন ওমর খৈয়াম, যা কাজী নজরুলের অনুবাদের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি—

"সত্য কথাই! যে আঙুরে, নষ্ট করে ধর্মমত,
সবার উচিত নিঙড়ে ওরে করে উহার রক্তপান।"[১১]

ধর্মীয় গোঁড়ামির আড়ালে চলে অশ্রাব্য গালি-গালাজ। মুখের কথা দিয়ে কষ্ট দেওয়ার রীতিও আমাদের সমাজে প্রচুর। মুখের কথায় কারো হৃদয় জয় হয় আবার মুখের কথায় কারো জীবনও চলে যায়। প্রচারিত ধর্ম কেউ না মানলে বা যুক্তি দিয়ে চলতে চাইলে কথার মাধ্যমে তাকে স্লেজিং করা হয়, দমিয়ে রাখা হয়, গালি-গালাজ করা হয়। একটি খারাপ বিষয়কে আরেকটি খারাপ বিষয় দিয়ে প্রতিহত করার বিষয়টিও খারাপ। ধর্মীয় ভাবেও এটাকে খারাপ বলা হয়েছে। এই প্রচলিত ধারাকে রুবাইয়াতের মাঝে সমালোচনা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম—

"কুৎসিৎ এই গালি দিয়ে তোমরা যাবে স্বর্গধাম?"[১২]

হিন্দু নারী প্রমিলাকে বিয়ে করা, ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কথা বলা ও শ্যামা সঙ্গীত রচনার জন্য কাজী নজরুল ইসলামকে ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ শাসনামলে তৎকালীন মাওলানা, আলেম ও মুসলিম ধর্মগুরুরা 'কাফের', 'মুরতাদ', ইসলামের শত্রু' সম্মোধনে গালি দিয়েছিল; এমনকি তাঁর বিদ্রোহী কবিতাকে উন্মাদের সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছিল। ওমর খৈয়ামকেও তাঁর সময়ে 'নাস্তিক', 'ভণ্ড' বলে হত্যা করার ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল। খৈয়াম ধর্মের নামে চলা প্রচলিত ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন যা উপরোক্ত রুবাইতে দেখেছি। যারা উত্থাপিত প্রশ্নকে জ্ঞান দিয়ে মোকাবেলা করতে পারেনি তারা গালি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 109
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 877 - 885
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দিয়েছে। অথচ ধর্মে গালি দেওয়াকে পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। খৈয়ামের প্রশ্ন, আমি যদি প্রশ্ন তুলে নাস্তিক হয়ে ধর্মের চোখে অপরাধী হই তাহলে গালি দিয়ে তুমিও সমান অপরাধী। এখন, তুমি কি অপরাধ করে স্বর্গ পাবে? পাপ দিয়ে পাপ ঢাকা যায়না। ভালই পারে মন্দকে বদলাতে। খৈয়ামের চোখে নজরুল তাঁর সমাজের এ ছোট বিষয়কে তুলে ধরেছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ শাসনামলে জীবীত ছিলেন। সেসময় তিনি হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা দেখেছেন, রেষারেষি দেখেছেন। সাথে দেখেছেন ব্রিটিশ শাসনের 'ডিভাইড এন্ড রোল' এর নাজুকতা। নজরুল সাম্যবাদী কবি হিসেব তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করতেন। ভেদাভেদ তিনি পছন্দ করতেন না। নজরুল চাইতেন সমাজ থেকে ভেদাভেদ দূর হোক, সাম্প্রদায়িকতা দূর হোক। অধার্মিকতা, কুসংস্কার এবং সামাজিক ভণ্ডামিগুলো প্রকাশের জন্য এবং সমাজ থেকে অসাম্য দূর হবার প্রত্যাশায় তার লেখনীর হাত প্রসার রাখেন সেজন্য তিনি সাপ্তাহিক *সওগাতের* সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। *সওগাতে* নজরুলের চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়ে নাসিরউদ্দীনের বর্ণনায় আছে—

> "সাপ্তাহিক *সওগাতে'র* 'চানাচুর' বিভাগ পরিচালনা করবেন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতি ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করবেন।"[১৩]

অসাম্য ও অন্যায়কে নজরুল কখনোই প্রশ্রয় দেননি। প্রতিবাদী আওয়াজ তুলেছেন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদী লেখার জন্য নজরুল ১৯২৩ ও ১৯৩০ সালে কারাবরণ করেন। বিদ্রোহীর কৈফিয়ত ও আনন্দময়ীর আগমনের কবিতার জন্য প্রথমবার; *প্রলয় শিখা* কাব্যের জন্য দ্বিতীয়বার জেলে গেছেন। এমনকি তার লেখা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেছে ইংরেজ সরকার তবুও প্রতিবাদ তিনি থামিয়ে দেননি। সাম্যের চিন্তা তার লেখনীতেও তুলে ধরেছেন। তাই তার কাব্যের মধ্যেও সাম্যের কথা আছে—

"গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান"[১৪]

নজরুলের এই সাম্যবাদী মানসিকতাই খৈয়ামের রুবাইয়াত অনুবাদে সহায়ক হয়েছে বেশি। দু'জনের দেখার দৃষ্টি একই রকম ছিল তাই সাম্যের চিন্তাধারায় দু'জন ত্রিমোহনীর চলন্ত জাহাজের মত। নজরুল আবার তিনি দেশ-কাল, সমাজ-সংস্কৃতি নিয়েও অভেদ কল্পনায় বলেন—

"নাই দেশ-কাল পাত্রের ভেদ অভেদ ধর্ম জাতি।"[১৫]

আন্তঃমহাদেশীয়, আন্তঃদেশীয় কোনটারই কোন ভেদাভেদ নজরুল করেননি। সময়ের বিবেচনায় প্রাচীন-নবীনেরও কোন পার্থক্য করেননি। স্থান বিবেচনায় রাজপ্রাসাদ, কুঁড়েঘর বা বস্তিরও কোন পার্থক্য করেননি। তিনি চিনেছেন মানুষ। নানারঙে বোনা পৃথিবীর মাঝে মানুষই নজরুলের কাছে সেরা সৃষ্টি। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ করি চণ্ডীদাসের সুরে - "শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।" নজরুলও মানুষের জয়গান করেছেন—

> "নজরুল মনে করেন সকল ধর্মের মূল কথা হল শোষণ-বঞ্চনাহীন সাম্যভিত্তিক সমাজ বিনির্মান।"[১৬]

এই সাম্যের গানই কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী সুরে রুবাইয়াতে অনুবাদ করেছেন যেখানে খৈয়ামের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে—

"ভেদ জানে আর খোঁজ রাখে ভাই খোদার যারা রহস্যের
ভোলেনা এই খোশ গল্পের ঘুম পাড়ানো কল্পনায়।"[১৭]

নজরুলের সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে নানাবিধ ধর্ম-তন্ত্রের অনুসারী, ভাল-মন্দ, সমতল-উপজাতিসহ নানা শ্রেণি ও গোত্রের মানুষ একত্রে বসবাস করত; যে ধারা এখনো বহমান আছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের বসবাস। বহু ভাষার, বহু জাতির, বহু শ্রেণির, বহু রঙের, বহু ধরনের, বহুত্ববাদের এক মিলনমেলা যেন এ উপমহাদেশ। নজরুল এই সমাজেই বসবাস করেছেন। এরকম সাম্য দেখেছেন বাস্তব জীবনে। নিজের সাহিত্য সাধনায় যেমন তিনি নানা ধরনের জাতি-গোষ্টির সহাবস্থানের চিত্র তুলে এনেছেন তেমন তিনি রুবাইয়াত অনুবাদের সময়েও নানাবিধ শ্রেণির বিষয়েকে তুলে ধরে সকলে একত্রে বসবাসের জন্য তিনি বলেন—

"একহাতে মোর তসবিহ খোদার আরেক হাতে লাল গেলাস

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 109
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 877 - 885
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অর্ধেক মোর পূণ্য স্নাত, অর্ধেক পাপে করল গ্রাস।"[১৮]

মানবিক সমাজে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। কোন পরিবেশে কাজ হচ্ছে সেটি বড় বিষয় নয়। কাজটি ভাল না খারাপ সেটিই বড় বিষয়। মসজিদ থেকেও ভাল কাজ হয় আবার মন্দির থেকেও ভাল কাজ হয়। 'মানুষ' কবিতায় এক ভিখারীর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় সে মন্দিরে গেছে সেখান থেকে খাবার দেওয়া হয়নি। ভিখারী আবার মসজিদে গেছে সেখানে তাকে খাবার না দিয়ে নামাজ পড়ার কথা জিজ্ঞেস করেছে। তখন ভিখারী বলেছে—

"আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা ব'লে বন্ধ করনি প্রভু।"[১৯]

"নামাজ-পূজার কথা বলে যখন খাবার না দেয় তখনই মানবতা লুণ্ঠিত হয় "অথচ মানব হৃদয়ই সমস্ত কিছুর কেন্দ্রস্থল, মানব হৃদয়ই দেবতার আবাসভূমি।"[২০]

কাজী নজরুল ইসলাম এখানে কোন ধর্মকে ছোট করে দেখেননি। যে কোন ধর্মের নামে যারাই অন্যায় ও অন্যায্য কাজ করেছেন নজরুল তাদের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করেছেন। প্রেম, ভালবাসা দিয়েই মানুষের মন জয় করতে হয়। রুবাইয়াত এর অনুবাদে কাজী নজরুল খৈয়ামের সুরে এই হৃদয় প্রেমের জয়গান করেছেন—

"হৃদয় যাদের অমর প্রেমের জ্যোতির্ধারায় দীপ্তিমান
মসজিদ মন্দির গীর্জা, যথাই করুক অর্ঘ্যদান
প্রেমের খাতায় থাকে লেখা অমর হয়ে তাদের নাম।"[২১]

স্থান-কাল ও সময় কোনটাই গুরুত্বপূর্ণ নয় মানবিক হৃদয় জয়ের জন্য। ভাল স্থানেও খারাপ কাজ হতে পারে আবার খারাপ স্থানেও ভাল ও মানবিক কাজ হতে পারে। নিজস্ব কাব্য চর্চার মাঝেও নজরুল মসজিদ আর মন্দির নিয়ে ভণ্ডামির কথা তুলে ধরেছেন। মানুষের প্রেমের মূল্যে জয় করাই বড় বিষয়। গবেষক কামরুল আহসান বলেছেন—

"নজরুল ধর্মান্ধদের ধর্মাভিনয়কে ধরিয়ে দিয়েছেন। একদিকে মুসলমান সমাজের ধর্মাচার, গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার কথা যেমন তিনি উচ্চারণ করেছেন, তেমনি হিন্দু সমাজের আচার-ব্যবহারের সংকীর্ণতা, ধর্ম-বর্ণ-জাতিভেদ ও সামাজিক অনাচার-কুসংস্কারের প্রতিও তীব্র কশাঘাত হেনেছেন।"[২২]

মানবিক পৃথিবীর প্রত্যাশায় নজরুল ধর্ম নিয়ে করা ভণ্ডামির সকল স্থাপনাকে ভেঙে দেওয়ার মত বিদ্রোহ করেছেন। যে ধর্ম ও ধর্মীয় স্থাপনা মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারেনা, উপকার করতে পারে না বরং কষ্টের ও অমানবিতার দিকে ঠেলে দেয় সেরকম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থাকার থেকে না থাকাই ভাল। তাই নজরুল বলেছেন—

"তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নায় মানুষের দাবি।
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবী!"[২৩]

কাজী নজরুলের এ বিদ্রোহ দেখলে মনে হতে পারে এটা ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, কিন্তু না! ধর্মের নামে ভ্রষ্টাচারকে এখানে তিনি ব্যাঙ্গ করে ধর্মের পবিত্রতাকে আরো সমুন্নত করেছেন। নজরুল যে স্রষ্টা ও ধর্মকে অস্বীকার করেননি সে সম্পর্কে রফিকুল ইসলাম বলেছেন—

"স্রষ্টার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ রোমান্টিক বিদ্রোহ এবং তা অবিশ্বাস নয় কারণ মানুষ, ঘটনা ও বস্তুকে তিনি ধর্ম দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন, ঐতিহ্যের সঙ্গে তার যোগ অবিমিশ্র।"[২৪]

এখানে ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। স্থানকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। প্রাধ্যান্য পেয়েছে মানুষ ও মানবিকতা। নজরুল বলেছেন—

"এক হৃদয়ের সমান নহে লক্ষ মসজিদ আর কা'বা"[২৫]

শুধু ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক অসাম্য বা সমাজ কতৃক নিগৃহতের কথাই নজরুল বলেননি। তিনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষকে 'মানুষ' হিসেবে দেখেছেন তাই নজরুলের চোখে পুরুষ ও যেমন মানুষ নারীও তেমনি মানুষ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 109
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 877 - 885
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "নজরুলের 'নারী' কবিতায় নারী জাগরনের যে আহ্বান তা নারী জাতিকে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক দাসত্ব থেকে আধুনিক যুগোপযোগী মর্যাদার জীবনে তথা সঙ্গী, সাথী, বন্ধু হিসেবে উত্তরণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য।"[২৬]

নজরুলের সাম্যবাদের এই একিভূত সূর রুবাইয়াতেও তুলে ধরেছেন। তাই স্বর্গে গেলে শুধু হুরপরির কথা যারা বলেছেন সে সকল ভণ্ড মোল্লাদের বিরুদ্ধে রুবাইয়াতে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন—

"করছে ওরা প্রচার পাবি স্বর্গে হুরপরি।"[২৭]

স্বর্গে শুধু পুরুষের জন্য হুরপরি নারীই থাকবেনা, সাথে নারীর জন্য গিলমান পুরুষও থাকবে। তাই ভোগ্যপণ্য গিসেবে স্বর্গের দোহাই দিয়ে যেমন নারীকে হেয় করা হয় বা আনন্দের বস্তু বানানো হয় নজরুল তার সমালোচনা করে প্রশ্ন তুলেছেন।

নজরুল একটি ঔপনিবেশিক সময়ে বসবাস করতেন যেখানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল ধর্মমতের অনসারীরা একত্রে বসবাস করতেন। নিজে ধর্ম-বর্ণ নির্বশেষে যেমন সাম্যের কথা বলেছেন এবং তুলে ধরেছেন কাব্যে তেমনি রুবাইয়াত অনুবাদের ক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহারেও তিনি সম-ধর্মের শব্দ ব্যবহারে নিপুণতা দেখিয়েছেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে বহুল ব্যবহৃত সিরাজি, সুরত, শারাব, বদনসিব, জমহুর, তখত, আর্জি, হুরি, জায়নামাজ, দিলরুবা, শরিয়ত কাফের, জুম্মা ও নিয়ামতের মত মুসলিম ঘরানার শব্দ তিনি যেমন রুবাইয়াত অনুবাদে ব্যবহার করেছেন তেমনি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে বহুল ব্যবহৃত স্বর্গ, নরক, লক্ষ্মী, বিধি, ভগবান, পাপ, পূণ্য, প্রতিমা, পূজা, নাস্তিক, মন্দির, অমৃত, পণ্ডিত, অসতী, নরক, অঞ্জলি, বহ্নির মত হিন্দু ঘরানার শব্দও ব্যবহার করেছেন রুবাইয়াত অনুবাদে। সাম্প্রদায়িক সাম্য ও সম্প্রীতি নজরুল মননে যেমন ধারন করতেন তেমনি লেখনী-অনবাদেও একইভাবে সমতার জয়গান করেছেন। ওমর খৈয়াম ফারসি ভাষায় রুবাইয়াত লিখেছেন আর নজরুল সেটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছেন। এই অনুবাদ শুধু গতানুগতিক অনুবাদই না। এটি একটি দুই সাহিত্যের দুই সময়ের বিদ্রোহী কবির মানসিকতার মিলনও বটে। সময় মেলেনি কিন্তু চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঠিকই আছে। দৈহিক বা চাক্ষুষ দেখা নজরুল-খৈয়াম কারোরই হয়নি কিন্তু আত্মিক মিলন সাধিত হয়েছে রুবাইয়াতের ভাব ও ভাবনার মাঝে।

Reference:

১. ইসলাম, কাজী নজরুল, নজরুল-রচনাবলী, রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, আগস্ট ২০০৭, পৃ. ১৫২
কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল-রচনাবলী, সম্পাদক - রফিকুল ইসলাম, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ২০০৭ পৃ. ১৫২
২. তদেব, রুবাই-৩, পৃ. ১৫৫
৩. তদেব, পৃ. ১৫২
৪. সাঈদ, শামসুল আলম, বাংলায় খৈয়াম ও নজরুল অনুবাদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন ২০০৯, পৃ. ১
৫. ইসলাম, কাজী নজরুল, নজরুল-রচনাবলী, রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, আগস্ট ২০০৭, পৃ. ১৫১
৬. তদেব, রুবাই-১৯৭, পৃ. ১৮৭
৭. আল-কুরআন (৩:৭)
৮. ইসলাম, কাজী নজরুল, নজরুল-রচনাবলী, প্রাগুক্ত, রুবাই-২৮, পৃ. ১৫৯
৯. কাজী, মোঃ ওমর, নজরুল ও হুইটম্যান, ইসরাইল খান (সম্পাদিত), কাশবন প্রকাশন, ঢাকা ২০০৮, পৃ. ৪৮
১০. ইসলাম, কাজী নজরুল, নজরুল-রচনাবলী, প্রাগুক্ত, রুবাই-৩২, পৃ. ১৬০
১১. তদেব, রুবাই-৪৩, পৃ. ১৬২

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 109
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 877 - 885
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১২. তদেব, রুবাই-৪৭, পৃ. ১৬২
১৩. নাসিরউদ্দীন, মোহাম্মদ, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ৭৫
১৪. ইসলাম, কাজী নজরুল, সঞ্চিতা, সাম্যবাদী কবিতা, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ - ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, ষষ্ঠদশ মুদ্রণ- জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৫৭
১৫. তদেব, মানুষ কবিতা, পৃ. ৫৮
১৬. কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল, নানা প্রসঙ্গে নজরুল, নজরুল ইনস্টিটিউট, ২য় সংস্করণ, ঢাকা ২০১৪, পৃ. ২৪
১৭. ইসলাম, কাজী নজরুল, নজরুল-রচনাবলী, প্রাগুক্ত, রুবাই-৪৯, পৃ. ১৬৩
১৮. ইসলাম, কাজী নজরুল, নজরুল-রচনাবলী, প্রাগুক্ত, রুবাই-৫০, পৃ. ১৬৩
১৯. ইসলাম, কাজী নজরুল, সঞ্চিতা, প্রাগুক্ত, মানুষ কবিতা, পৃ. ৫৯
২০. জেমি, পারভিন আক্তার, নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০১০, পৃ. ১২৩
২১. ইসলাম, কাজী নজরুল, নজরুল-রচনাবলী, প্রাগুক্ত, রুবাই-৫৯, পৃ. ১৬৪
২২. আহসান, কামরুল, নজরুল কাব্যে সাময়িকতা, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা ২০০১, পৃ. ১৬৯
২৩. ইসলাম, কাজী নজরুল, সঞ্চিতা, প্রাগুক্ত, মানুষ কবিতা, পৃ. ৫৯
২৪. ইসলাম, রফিকুল, কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি, কেপি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা ১৯৯৯, পৃ. ২৪৮
২৫. ইসলাম, কাজী নজরুল, নজরুল-রচনাবলী, প্রাগুক্ত, রুবাই-৫৭, পৃ. ১৬৪
২৬. ইসলাম, রফিকুল, কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪
২৭. ইসলাম, কাজী নজরুল, নজরুল-রচনাবলী, প্রাগুক্ত, রুবাই-১০৬, পৃ. ১৭২